313001 - কুরআন তেলাওয়াতের পর দোয়া করা

প্রশ্ন

কুরআন তেলাওয়াত শেষ করার পর

سبحانك اللهم وبحمدك ، لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

এই দোয়া পড়ার শুদ্ধতা কি? তেলাওয়াত সমাপ্ত করার পর পঠিতব্য বিশেষ কোন দোয়া আছে কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: “যখনই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন বৈঠকে বসতেন, যখনই কুরআন তেলাওয়াত করতেন কিংবা নামায আদায় করতেন তখনই তিনি কিছু বাক্যের মাধ্যমে সেটাকে সমাপ্ত করতেন। (আয়েশা রাঃ) বলেন: সে প্রসঙ্গে আমি বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি দেখি আপনি যে কোন বৈঠক, যে কোন তেলাওয়াত এবং যে কোন নামায এই বাক্যগুলোর মাধ্যমে সমাপ্ত করে থাকেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ। যে ব্যক্তি কোন ভাল কথা বলল তার জন্য সেই ভালোর উপর সীলমোহর হল এবং যে ব্যক্তি কোন খারাপ কথা বলল তার জন্য কাফ্ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) হল: سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ (আমি প্রশংসাসহ আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আপনি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার কাছে তাওবা করছি।)।[আলাবানী সিলসিলা সাহিহা গ্রন্থে (৩১৬৪) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

এই হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক বৈঠক শেষে বৈঠকের কাফ্ফারা সংক্রান্ত যিকির উল্লেখ করেছেন; সেই বৈঠক যিকিরের বৈঠক হোক কিংবা মন্দ ও বেহুদা কথা মিশ্রিত বৈঠক হোক। যদি যিকিরের বৈঠক হয় তাহলে এটি যেন ঐ বৈঠকের সীলমোহর।

সিন্দি (রহঃ) বলেন:

“উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যিকিরটি সেই ভাল কাজকে সাব্যস্তকারী, কবুলের মর্যাদায় উন্নীতকারী ও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার

আশংকামুক্তকারী হওয়া।”[মরিআতুল মাসাবীহ (৮/২০৪)]

পূর্বোক্ত আলোচনার আলোকে কোনো মুসলমিরে জন্য এই যকিরি পড়ার মাধ্যমে বৈঠক সমাপ্ত করা মুস্তাহাব; সেটো যে বৈঠক-ই হোক না কনে। কুরআনরে বৈঠক, নামায, কংিবা কেউ সঙ্গীসাথীদরে সাথে বৈঠক করল, পরবিাররে সদস্যদরে সাথে বৈঠক করল, সমঝোতো বৈঠক করল কংিবা অন্য কোনো বৈঠক করল; এরপর যখন উঠে যেতে চাইবে তখন সরাসরি উঠে যাওয়ার আগে এই যকিরিটি বলবে; এরপর উঠবে।

দুই:

কুরআন খতম করার ব্যাপারে বশিষে কোনো দোয়া সাব্যস্ত হয়নি; না এই দোয়াটি, আর না অন্য কোনো দোয়া। ইতপূির্বে উল্লখে করা হয়ছেে যে, এই যকিরি ও দোয়াটি খতমে কুরআন বা অন্য কছিুর দোয়া নয়; বরং এটি সকল বৈঠকরে জন্য আম দোয়া।

কন্তিু আলমেগণ কুরআন খতমরে অনুষ্ঠানে উপস্থতি হওয়াকে মুস্তাহাব বলনে। ইমাম নববী বলনে: “কুরআন খতমরে অনুষ্ঠান উপস্থতি হওয়া তাগদিপূর্ণ মুস্তাহাব।”[আত্-তীবইয়ান ফি আদাবি হামালাতলি কুরআন (পৃষ্ঠা-১৫৯)]

ইবনে কুদামা (রহঃ) ‘আল-মুগনী’ গ্রন্থে (২/১২৬) বলনে: “কুরআন খতমরে সময় দোয়াতে হাযরি থাকার জন্য পরবিাররে সদস্যদরেকে ও অন্যদরেকে একত্রতি করা মুস্তাহাব।

ইমাম আহমাদ বলনে: আনাস (রাঃ) যখন কুরআন খতম করতনে তার স্ত্রী-সন্তানদরেকে একত্রতি করতনে।

ইবনে মাসউদ (রাঃ) সম্পর্কওে এমন বষিয় বর্ণতি আছে।”

আরও জানতে দখেুন: 65581 নং ও 37683 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।